মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ঝাড়ু হাতে বিএনপির নেতাকর্মীরা

হাসপাতালের পরিচ্ছন্ন পরিবেশ নিশ্চিত করতে ঝাড়ু হাতে মাঠে নেমেছেন বিএনপির নেতাকর্মীরা। শুক্রবার (২৩ অক্টোবর) সকালে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালায় মেহেরপুর জেলা বিএনপি।

জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের নেতৃত্বে সকালে হাসপাতালের নতুন ভবনের সামনে থেকে এ অভিযান শুরু হয়। পরে হাসপাতাল চত্বর, বিভিন্ন ওয়ার্ড ও বারান্দায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম চালান নেতাকর্মীরা।

কর্মসূচিতে সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ আহমেদ, মেহেরপুর পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া জেলা ও উপজেলা বিএনপি এবং দলটির অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরাও অংশ নেন।

জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান জানান, হাসপাতালের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা এবং রোগীদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করতেই এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়ন, চিকিৎসায় আন্তরিকতা ও রোগীদের প্রতি দায়িত্বশীল হওয়ার আহ্বান

স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়ন, চিকিৎসা সেবায় আন্তরিকতা এবং রোগীদের প্রতি দায়িত্বশীল আচরণ নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য মোঃ তাজউদ্দিন খান।

তিনি বলেন, কোনো রোগী যখন ডাক্তারের কাছে যায়, তখন সে মনে করে

তাকে ঠিকভাবে দেখা হয়নি। আবার চিকিৎসকরা যখন ২৪ ঘণ্টা সেবা দিয়ে যান, তখন তারা মনে করেন তারা যথাযথ চিকিৎসা দিচ্ছেন। এই দূরত্ব কমাতে পারস্পরিক বোঝাপড়া জরুরি।

তিনি আরও বলেন, মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে যেখানে ১৭৭ জন চিকিৎসক থাকার কথা, সেখানে বর্তমানে আছেন মাত্র ২৫ জন। এছাড়াও অন্যান্য জনবলেরও সংকট রয়েছে। “এই সীমিত সম্পদই আমাদের পুঁজি এই পুঁজিকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে সর্বোত্তম সেবা দেওয়া যায়, সে বিষয়ে আমাদের ভাবতে হবে,” যোগ করেন তিনি।

শনিবার (২৫ এপ্রিল) সকাল ১১টার দিকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের হলরুমে চিকিৎসক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সঙ্গে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন।

জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. মোঃ সাজ্জাদ হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সংসদ সদস্য তাজউদ্দিন খান।

সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন বিএমএ মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি ডা. এম এ সালাম, জেলা জামায়াতে ইসলামীর সূরা কমিটির সদস্য ও সেক্রেটারি মো. ইকবাল হুসাইন, জেলা রাজনৈতিক সেক্রেটারি রুহুল আমিন, সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা, সদর উপজেলা সেক্রেটারি জাব্বারুল ইসলামসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

মতবিনিময় সভায় হাসপাতালের বিভিন্ন সমস্যা, সম্ভাবনা এবং সেবার মানোন্নয়নে করণীয় বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে এমপির ইসিজি মেশিন প্রদান

মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য তাজউদ্দীন খানের উদ্যোগে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে দুটি অত্যাধুনিক ইসিজি মেশিন প্রদান করা হয়েছে।

দীর্ঘদিন ধরে হাসপাতালে ইসিজি মেশিনের স্বল্পতা থাকায় রোগীরা ভোগান্তির শিকার হচ্ছিলেন। বিষয়টি সংসদ সদস্যের নজরে আসার সাথে সাথেই তিনি দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

সংসদ সদস্যের পক্ষ থেকে ইসিজি মেশিন দুটি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করেন জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মোঃ ইকবাল হুসাইন, পৌর জামায়াতের আমির সোহেল রানা ডলার ও জামায়াতের জেলা ব্যবসায়ী বিভাগের সভাপতি সাইফুল ইসলাম।

এ উদ্যোগে হাসপাতালের রোগী ও স্বাস্থ্যকর্মীরা সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং এটি রোগীদের স্বাস্থ্যসেবায় ভূমিকা রাখবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে অটো চালকদের দৌরাত্ম

মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের সামনে দিনদিন বাড়ছে অটো চালকদের বিড়ম্বনা ও দৌরাত্ম । হাসপাতালের প্রধান ফটকে অটো দিয়ে ঘিরে রাখায় রোগীদের পোহাতে হচ্ছে নানা ভোগান্তি। অটোর ভীড়ে হাসপাতালে মুমুর্ষ রোগীরদের জরুরি বিভাগ ও চিকিৎসকদের কাছে নিয়ে যেতে হিমশিম খেতে হচ্ছে রোগীর স্বজনদের। রোগীদের প্রয়োজনে হাসপাতালের সামনে থেকে অটো সরিয়ে নিতে বল্লে মারমুখী আচরন করেন অটোচালকরা।

শুধু তাই নয়, হাসপাতালের সামনে থেকে অটো সরিয়ে নিতে বল্লে বহিরাগত রোগী ও স্বজনদের নানা ধরনের হুমকি ধামকি দেন অটোচালকরা, দেখান রাজনৈতিক দলের দাপট। এসকল অভিযোগ ভুক্তভোগী অনেকের।

হাসপাতালের মধ্য থেকে অটোসহ সকল ধরনের মানুষবাহী যানবাহন অপসারন ও নিষেধাজ্ঞার দাবীও করেন ভুক্তভোগীরা। সেবা প্রত্যাশীদের প্রয়োজনে বিষয়টি দেখবেন জানান হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

মানববন্ধনে বক্তারা অভিযোগ করেন, সরকারি এই হাসপাতালে চিকিৎসা সেবার মান ভয়াবহভাবে নেমে গেছে। সঠিক চিকিৎসা না পেয়ে রোগী ও স্বজনরা প্রতিনিয়ত হয়রানির শিকার হচ্ছেন। অনেক সময় চিকিৎসকরা দায়িত্বে অনুপস্থিত থাকেন, আর উপস্থিত কিছু কর্মচারী রোগীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন।

অভিযোগ করা হয়, হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ও কিছু অসাধু কর্মচারী ক্লিনিক ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যোগসাজশে দালাল চক্র পরিচালনা করছেন। এই দালাল চক্র রোগীদের সরকারি টেস্ট না করিয়ে নির্দিষ্ট বেসরকারি ক্লিনিকে পাঠিয়ে মোটা অঙ্কের কমিশন নিচ্ছে। এতে সাধারণ রোগীরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন এবং সরকারি স্বাস্থ্যসেবা কার্যত অকার্যকর হয়ে পড়েছে।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, ক্রীড়া সংগঠক এ এস লিটন, আহত জুলাই যোদ্ধা খন্দকার মুইজ উদ্দিন, মাদ্রাসা শিক্ষক আব্দুস সালাম, কলেজ ছাত্র মারুফ ইসলাম, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক মিন্টু মোল্লা, জিয়া মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলাম, মল্লিকপাড়া যুব সংঘের সভাপতি মো. হাসনাত জামান সৈকত, এবং ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টির (এনসিপি) জেলা কমিটির সদস্য শাওন শেখ প্রমুখ।

বক্তারা অবিলম্বে হাসপাতালের অনিয়ম–দুর্নীতির তদন্ত, তত্ত্বাবধায়কের অপসারণ, দালাল চক্রের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা ও হাসপাতালের সেবা মান উন্নয়নের দাবি জানান।

মানববন্ধনে উপস্থিত সাধারণ মানুষ বলেন, “সরকারি হাসপাতাল আমাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল। এখানে দুর্নীতি আর দালালি চললে গরিব মানুষের চিকিৎসা পাওয়ার অধিকারটাই শেষ হয়ে যাবে।”

তারা দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানান, যাতে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল সত্যিকারের রোগীবান্ধব ও দুর্নীতিমুক্ত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল পরিদর্শন করলেন অ্যাড. কামরুল হাসান

অসুস্থ ও দুস্থ রোগীদের খোঁজখবর নিলেন জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট কামরুল হাসান। বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশে স্বাস্থ্য সেবা মানুষের দৌড় দৌড়ায় পৌঁছে দিতে মেহেরপুরে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প, ফ্রি চিকিৎসা ও ঔষধ বিতরণ সহ পাশাপাশি হাসপাতাল পরিদর্শন করে রোগীদের খোঁজখবর নিচ্ছেন তিনি।

গতকাল শনিবার সকাল দশটায় মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। তিনি অসহায় ও দুস্থ রোগীদের খোঁজখবর নেন এবং তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। কর্মসূচিতে বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট এহান উদ্দিন মনা সহ বিএনপি’র নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে বৃক্ষরোপন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে সারা দেশের সকল স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্নয় করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে বৃক্ষরোপন করা হয়েছে।

আজ রবিবার ১৩ আগষ্ট সকাল সাড়ে ১১টায় মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল চত্বরে ১০০টি ভেষজ, ফলজ ও ফুলের গাছ রোপন করা হয়। এর আগে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডা. আবুল বাশার মোহাম্মদ

খুরশিদ আলম ঢাকায় কেন্দ্রীয়ভাবে এই বৃক্ষরোপন কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।

এ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. জমির মোহাম্মদ হাসিবুস ছাত্তার, আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. মোখলেসুর রহমান পলাশ, ডা. ওবাইদুর রহমান, ডা. আব্দুর রশিদ, নার্স সুপারভাইজার নাজমা প্রমুখ।

মেহেরপুরে নানা আয়োজনে আন্তর্জাতিক নার্স দিবস পালিত

“আমাদের নার্স, আমাদের ভবিষ্যৎ” প্রতিপাদ্যে বর্ণাঢ্য র্যালি, আলোচনা সভা ও মোমবাতি জ্বালিয়ে শপথ নেওয়ার মধ্য দিয়ে মেহেরপুরে আন্তর্জাতিক নার্স দিবস পালিত হয়েছে।
দিবসটি উপলক্ষে শুক্রবার (১২ মে) সকাল সাড়ে আটটায় ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের তত্বাবধায়ক ডাঃ জামির মোহাম্মদ হাসিবুস সাত্তারের নেতৃত্বে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি শহরের পৌর ঈদগাহ গেট থেকে শুরু করে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল প্রাঙ্গণে গিয়ে শেষ হয়। মেহেরপুর ২৫০ শয্য বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্ববধায়কের সভাকক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
ডাঃ জামির মোহাম্মদ হাসিবুস সাত্তারের সভাপতিত্বে “আমাদের নার্স, আমাদের ভবিষ্যৎ ” শীর্ষক আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা বিএমএ’র সভাপতি ডাঃ এম এ বাশার, ডাঃ মেহেদী হাসান, নার্সিং সুপারভাইজার নাজমা খাতুন, ইসমত আরা, কুলসুম আরা, আসাদুল হক, তুষার বিশ্বাস প্রমুখ।
এর আগে সেখানে বেলুন উড়িয়ে এবং কেককেটে আন্তর্জাতিক নার্স দিবস অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। সব শেষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

[redacted]

[redacted]